কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প

ঝরা শিশুদের শিক্ষার 'দ্বিতীয় সুযোগ'

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ►

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি করছে বিশ্বব্যাংকের রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন টু (আরওএসসি টু) প্রকল্প। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে অবহেলিত শিশুদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য যোগ্য করে তোলাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। বিশ্বব্যাংকের অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে গত দুই দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে দরিদ্রতম পরিবারগুলোর অনেক শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি বা নিয়মিত স্কুলে যায় না। মূলত তাদের জন্য আরওএসসি টু প্রকল্প।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৪ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী ১৫ লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে সরকার গুরুত্ব দেওয়ায় প্রায় ১৭ লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ পায়। এর পরও অনেকে শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে আছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ওই শিশুরা দারিদ্র্যের কারণে যথার্থ বয়সে স্কুলে যেতে পারেনি বা ঝরে পড়েছে। তাদের অনেকের বই বা পোশাক কেনার সামর্থ্য নেই। যাদের বাড়ি স্কুল থেকে দূরে তাদের অনেকেই যাতায়াতের খরচ জোগাড় করতে পারে না বা ওই শিশুদের আয় পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে ওই শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আরওএসসি ওয়ান' এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'আরওএসসি টু' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ফলে ৯০টি কম আয়ের উপজেলায় ২৩ হাজার আরওএসসি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় সাত লাখ ৮০ হাজার দরিদ্র শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় সুযোগ এসেছে। আরওএসসির 'আনন্দ স্কুল' এর মাধ্যমে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক ও পোশাক দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চ দারিদ্র্য, ঝরে পড়া ও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত শিশুর হার বেশি—এমন উপজেলাগুলোয় আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক এই স্কুলগুলো বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহায়তায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। আরওএসসির স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের বয়স অন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে সুবিধাজনক সময়ে পাঠ কার্যক্রমে অংশ নেয়।